বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা

-মো. জিয়াউল করিম, কো-অর্ডিনেটর, গভার্নেন্স প্রোগ্রাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আপামর জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম অনুষঙ্গ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তথা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণ, রাষ্ট্র তথা সরকারের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রেরণা লাভ করে; ফলে, জাতীয় উন্নয়ন অভিযাত্রায় জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে যে সামাজিক চুক্তি থাকে তা পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর অধিষ্ঠিত; এই বিশ্বাসের ঘাটতি হলে সরকার তার শাসন করার বৈধতা হারিয়ে ফেলে। পারস্পরিক বিশ্বাসের এই ভিত্তি অটুট রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের জন্য সরকারকে সদা-সচেষ্ট থাকতে হবে। রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড জনগণের কাছে উন্মুক্ত থাকবে; এক্ষেত্রে জনসেবা প্রদানকারী সকল সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রকাশ ও প্রচার করবে। উপরন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপকারভোগী ও সাধারণের অংশগ্রহণ, সহজে সেবা ও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সম্যক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন, বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা, জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা এবং শাসন প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ মাইলফলক রূপে বিবেচিত হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের নির্দেশনা আনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৬৫০০ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষরূপে বিবেচিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন সুশাসন এবং জনগণের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকল্পে স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও সেবা সংস্থাসমূহের আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণে প্রভাবিত করছে।

নাগরিকদের তথ্য অধিকার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার আইনসমূহ একে সংশ্লিষ্ট বিধানরূপে অন্তর্ভুক্ত করেছে; যেমন- স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর চতুর্দশ অধ্যায়, ধারা ৭৮-৮১, পৌরসভা আইন ২০০৯, ধারা ১১২, সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯, ধারা ১১০, কেবল (এক্সক্লুসিভলি) তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- 'প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে, যে কোন নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে। তবে, সরকার জনস্বার্থ ও স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন রেকর্ড বা নথিপত্র ক্লাসিফাইড হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে।'

স্থানীয় সরকার আইনসমূহ সংশ্লিষ্ট পরিষদকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ নাগরিকদের জ্ঞাত করার নির্দেশনা দিয়েছে [ইপআ, ধারা ৫০, পৌআ, ধারা ১১২, সিকআ, ধারা ৪৫]। স্থানীয় সরকারসমূহের আইনে বলা হয়েছে- 'এই আইনের অধীনে প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড ও রেজিস্টার প্রকাশ্য রেকর্ড (পাবলিক ডকুমেন্ট) বলিয়া গণ্য হইবে [ইপআ, ধারা ১০৬, পৌআ, ধারা ১২৫, সিকআ, ধারা ১১৮, জেপআ, ধারা ৭৮]'। যেকোন নাগরিকের এ সংস্থাসমূহের সকল দলিল-পত্র দেখার অধিকার আইনে স্বীকৃত হয়েছে। এখানেই আইন ক্ষান্ত হয়নি, বরং কতিপয় ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্য পরিষদসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যেমন- বাৎসরিক খসড়া বাজেট জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদের বাজেট অনুমোদন করা। এছাড়াও, উক্ত আইন সকল স্থানীয় পরিষদকে নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রস্তুত ও প্রকাশ করার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। সিটি কর্পোরেশন আইনে সভার কার্যবিবরণী কাউন্সিলরদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, ধারা ৫৯ (৩)। পৌরসভা আইনে বলা হয়েছে- 'গোপনীয় না হইলে পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে পরিষদের সভার কার্যবিবরণী প্রদর্শন করিতে হইবে, ধারা ৬৯(২)।'

সরকারের কার্যক্রমে জনসাধারণের অবাধ অংশগ্রহণ স্থানীয় সরকারের অন্যতম প্রধান নীতি। আবার, সরকারের তথ্যে জনসাধারণের সাবলীল অভিগম্যতা জন-অংশগ্রহণের মূল ভিত্তি। সেজন্যই ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় বিধান স্থানীয় সরকার আইনসমূহের পরিপূরক। যদিও তথ্য অধিকার আইনের সুপ্রিমেসি অন্য সকল আইনের ঊর্ধ্বে; অর্থাৎ কোন আইনে লিখা থাকুক বা নাই থাকুক তথ্য অধিকার আইনের বিধান সকল আইনের ক্ষেত্রেই বলবৎ হবে।

এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ সংবিধানে বর্ণিত এর পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে জনসেবায় অবদান রাখতে পারছেনা; তথাপি যতখানি সেবা দিতে পারছে তা' দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়; উপকারভোগী বাছাই ও প্রাপ্য বিতরণের মত জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজগুলো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই করে থাকেন। স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থাকে সচল রাখা, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে রাখা, শহর-নগর পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত রাখা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই দায়িত্বে থাকে। যদিও এসব দায়িত্ব সুচারুভাবে প্রতিপালনে প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেক অক্ষমতা বা ব্যর্থতা রয়েছে। আবার জনসেবা প্রদানে যতখানি সক্ষমতা রয়েছে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ততখানি নয়। ডক্টর আবুল বারকাত এবং গবেষকবৃন্দ 'লোকাল গর্ভানেন্স এন্ড ডিসেন্ট্রালাইজেসন ইন বাংলাদেশঃ পলিটিক্স এন্ড ইকনমিক্স' গ্রন্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকৃতি মূল্যায়নে দেখিয়েছেন যে, পৃষ্ঠা-৩০৬-৩২০, জনসেবা প্রদানে ইউনিয়ন

পরিষদ ও পৌরসভার স্কোর যথাক্রমে ৫৯% ও ৫৯.৫%; অপরদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তাদের স্কোর যথাক্রমে ৩৫% ও ৪৬.৯%। অর্থাৎ **কার্যকর জনসেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হলে সুশাসন প্রক্রিয়ায় অধিকতর মনোযোগী হতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে।**

বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবারই কম্পিউটার, ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা, বাজেট, বাৎসরিক হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, চলমান প্রকল্পের তালিকা, কাজের সময়, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমাপ্ত প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগী ও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রভৃতি জন-প্রয়োজনীয় তথ্যের ডিজিটাল রূপান্তর এবং সেসবের স্বপ্রনোদিত প্রকাশ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও সহায়ক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করা দরকার। **প্রাতিষ্ঠানিক সকল তথ্যে সাধারণের অভিগম্যতা নিশ্চিত হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে গণতন্ত্রে জনগণের আস্থাই হচ্ছে শাসনের ভিত্তি।** সমাজের প্রান্তিক জনগণ যেদিন সকল তথ্য চাহিবামাত্র পাবে, সেদিনই তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য স্বার্থক হবে; এ লক্ষ অর্জনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকাই সবচে' বেশী।

========

আর্টিকেলটি ২০১৮ সালের তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশন – বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।